দৈনিক ইনকিলাব

037

তারিখ 06 APR 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৮

শিক্ষক সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত একটি সমীক্ষা

আসমা আহমদ নুমাইয়া খাতুন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায়ই নানারকম অভিযোগ শোনা যায়। এ সব অভিযোগ শুনে মনে হয় যে, মুখে যতো গালভরা বুলিয়েই আওড়ানো হোক না কেন, কার্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের অধিকাংশই দায়িত্ব পালনে হয় অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেন নয়তো দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবে সে কাজে অবিরাম ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত একটি খবর পড়ে বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছি। একই সঙ্গে কিছুটা কৌতুকও অনুভব করেছি। খবরটিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন যুগ্ম সচিবকে বিগত এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগে সে ব্যাপারে খবর জানতে চাওয়া হলে তিনি বিরক্তির সঙ্গে বলেন, 'এসএসসি-টেসএসসি জানি না।' এর আগে অবশ্য মন্ত্রণালয়ের পিআরও, উপ-সচিব এবং সচিবের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিলো, কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারেননি।

এ প্রসঙ্গে পুরোনো হলেও আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা লেখার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

১৯৮৬ সালের ৬ মার্চ ছিলো গত বছরের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার দিন। সে সময় স্কুল শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে বিপুল বিক্রমে বিরামহীন ধর্মঘট পালন করছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে সময়মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও ধর্মঘটী শিক্ষকরা আগে থেকেই এমন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, যাতে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে গিয়ে নানারকম জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই শিক্ষকরা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর স্থান এমনভাবে পরিবর্তন করেছিলেন যাতে তাদের অভিভাবকরা কেন্দ্রগুলো সহজে খুঁজে না পান এবং সময়মতো ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হতে না পারে।

এ উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার যে ফরম পূরণ করেছিলো সেগুলো গায়েব করে নিজেরাই নতুনভাবে দ্বিতীয় ফরম পূরণ করেন। বলা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাক্ষরও তারা জাল করেছিলেন। ভাবতে কষ্ট হয় যে, এরাই শিক্ষক, মানুষ গড়ার কারিগর। এর ফলে তাদের পছন্দসই স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের সিট পড়ে। অন্যদিকে প্রবেশপত্র নিয়েও নিদারুণ জটিলতার সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ যারা সিট নম্বর পেয়েছিলো তারা প্রবেশপত্র পায়নি। আবার যারা প্রবেশপত্র পেয়েছিলো তারা সিট নম্বর পায়নি। এদিকে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলমাল সৃষ্টির জন্যে নিয়োজিত ছিলো ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনী।

আমার কেন্দ্র ছিল বাংলা বাজার গার্লস হাইস্কুল। কিন্তু ৫ মার্চ সন্ধ্যার কিছু আগে একটু করে চিরকুটে কেবল একটা নম্বর পাই এবং নম্বরের নিচে উল্লেখ ছিল, পরীক্ষার কেন্দ্র টঙ্গি। সিট নম্বর নিয়ে আমার অভিভাবকরা হন্তদন্ত হয়ে টঙ্গিতে ছুটে যান। সেখানে যেয়ে শুনেন এখানে নয়, এ সিট পলাশপুরে। ওখানে যেয়ে শুনেন গাজীপুরে— জয়দেবপুর রানীবিলাস মনি হাইস্কুলে। সেখানে পৌঁছে হেড স্যারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি সিট নম্বরের আসন দেখিয়ে বললেন, "আগামীকাল যে করেই হোক পরীক্ষার্থীনিকে নিয়ে আসবেনই। প্রবেশপত্র রাতে অথবা আগামী দিন অবশ্যই পেয়ে যাবেন। এরকমভাবে নাকি অনেকেরই গোলমাল হয়ে গেছে। সে জন্য আটকাবে না। আর এর আসল ব্যাপারটা আপনারা বুঝবেন না। বুঝেও আমাদের করার মত এখন কিছু নেই। আমি ভেবে পাচ্ছি না, আপনারা চকবাজার এলাকার মানুষ হয়ে কি করে এখানে এসে পড়লেন। আমি নিজেও এ ব্যাপারে কম অবাক নই। এদিকে আবার ঘন্টায় ঘন্টায় বাস ধর্মঘট চলছে। নাকি তাদের দিয়ে ধর্মঘট করানো হচ্ছে জানি না। যাই হোক, বুক বেঁধে মন শক্ত করে ৬ মার্চ চকবাজার থেকে জয়দেবপুর যেয়ে পরীক্ষা দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি শেষে রাত ৮টায় জয়দেবপুর থেকে বাসায় ফিরে এসে দেখি, প্রবেশপত্র পৌঁছেছে। কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে প্রবেশপত্র রেখে গেছেন। দেখলাম প্রবেশপত্রের টঙ্গি স্কুল কেটে ওয়ান টু থ্রি পাস মার্কা কোন লোকের কাঁচা হাতের অক্ষরে 'জয়দেবপুর' লেখা। ঢাকার চকবাজার থেকে ৬০ মাইল যাওয়া-আসা করে [illegible]ক্ষা দেয়া চাট্টিখানি কথা ছিলো না। রোজ আমার চাকরিবিহীন প্রৌঢ় পিতার শ'য়ে শ'য়ে টাকা উড়ন্ত বিমানে দুরন্ত [illegible]

[illegible] হাতছাড়া হতে বসেছি। পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে অনেক পুরানো সঙ্গী-সাথীকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। তারাও কম অবাক হয়নি। অর্থাৎ আমরা কেন এখানে? কেমন করে এতদূর এলাম! ইসলামপুর, নবাবপুর, জিঞ্জিরা, বাড্ডা, মহাখালী, বনানী, গুলশান ছাড়াও ঢাকার আরো অনেকে। অন্য জায়গার কথা আমার অজানা।

খাদ্য ও পরিপুষ্টি অর্থাৎ 'খাপ' পরীক্ষার দিন ছিল ২৫ মার্চ মঙ্গলবার। সেদিন কিছুটা রহস্যের উদ্‌ঘাটন হলো। হেড স্যার বললেন, "তোমার তো আজকের মঙ্গলবারে পরীক্ষা নয়, আগামী মঙ্গলবার ১ এপ্রিলে। তোমার প্রবেশপত্রে দেখনি? লেখা হয়েছে 'গৃপা' অর্থাৎ গৃহপরিচালনা ও পারিবারিক জীবন।" এমনি মুহূর্তে সেকেণ্ড স্যার বললেন, "আরো অনেক মেয়ের প্রবেশপত্রে এটা লেখা ছিল। কিন্তু কেটে সংশোধন করে দেয়া হয়েছে! স্কুলের হেড স্যার নাকি ঠিক করে দিয়েছেন। তোমারটাও ঠিক করিয়ে আনো।" আমি যখন বললাম যে, ঢাকা যেয়ে কেমন করে ঠিক করিয়ে আনব? আমার সিট তো ঢাকার বাংলাবাজার গার্লস হাইস্কুলে পড়ার কথা। আমার অনেক সাথীর সিটই সেখানে পড়েছে শুনেছি। আমরা দু'টি মেয়ে কি করে এখানে পড়লাম জানি না। আমি একটি মেয়েটিকে দেখিয়ে বললাম ওর সিটও বাংলাবাজার ছিল। ওর ছোট বোনের সিট বাংলাবাজারেই আছে। এমন সময় সায়মার বাবা এগিয়ে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, এইসব আন্দোলনকারী শিক্ষকদের কারসাজি। তা না হলে এমন হবে কেন? ইসলামপুরের মেয়ে, চকবাজারে মেয়ে জয়দেবপুর পরীক্ষা দিতে আসবে কেন? ফরম পূরণ করেছে মেয়েরা নিজেরা আর সেই ফরমেই দেখি অন্যের হাতে লেখা।

শেষ পর্যন্ত যখন আমি প্রমাণ করতে পারলাম যে, আমার 'গৃপা' নয় 'খাপ' পরীক্ষা তখন হেড স্যার গাজীপুরের ডিসি'র পিএ এবং ভাওয়াল কলেজের অধ্যাপকের জিম্মায় 'খাপ' পরীক্ষা নিলেন। কিন্তু শিক্ষা বোর্ড অফিসে যেয়ে এটা ঠিক করিয়ে না আনলে পরীক্ষা বাতিলও হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়ে দিলেন। প্রাকটিক্যালের দিন কেন্দ্রে ঢুকতে নাও দিতে পারে। হেড স্যার আরো বললেন, "আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের হেড স্যারকে গ্রেফতার পর্যন্ত করিয়ে দিতে পারি। আমি ব্যাপারটি বুঝে গেছি। তোমাদের অভিভাবকরা শিক্ষা বোর্ড অফিসে গেলেই ব্যাপারটার পুরোপুরি না হলেও অন্ততঃ কিছুটা অনুভব করতে পারবে।"

বোর্ড অফিসে যেয়ে সত্যি সত্যিই কিন্তু রহস্যের উদ্‌ঘাটন হল। আমার অভিভাবক, শিক্ষকসহ প্রবেশপত্রের ভুল-ত্রুটি ঠিক করাতে যেয়ে প্রমাণ পেলেন যে, শিক্ষকের দ্বারাই এ কাজ হয়েছে। শিক্ষক উচ্চপদস্থ অফিসারের সামনে নিজেও অন্যায় স্বীকার করলেন।

২২ মার্চ শনিবার ছিল 'ইসলাম ধর্ম শিক্ষা'র পরীক্ষা। কিন্তু সেদিন ছিল পূর্ণ হরতাল। কি করে জয়দেবপুর যেয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসা যাবে? একমাত্র উপায় ২১ মার্চ রাতের গাড়িতে গাজীপুর চলে যেতে হবে। চিন্তা-ভাবনার মাঝেই খবর পেলাম বাইশে মার্চের পরীক্ষা হবে ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার।

আমাদের অভিভাবকরা প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অমাদের কত আদর-যত্ন ও শাসনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত উজ্জ্বল হওয়ার জন্য, পড়িয়েছেন সময়মত পরীক্ষা দেয়ার জন্যে। পাস-ফেল সে তো ভাগ্যের কথা। একশ্রেণী শিক্ষক কিভাবে টাকা-পয়সা উপার্জন করেছেন তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনুন। আমার ইংরেজীর প্রাইভেট স্যার হঠাৎ একদিন বাবাকে বললেন, মেয়ে আপনার বাংলায় খুব একটা ভালো না। আমার এক বন্ধু মাস্টার আছেন। তিনি বাংলায় খুব ভালো। যদি বলেন, তো তাকে নিয়ে আসতে পারি। তবে তাঁকে ৫০০ টাকা দিতে হবে। সপ্তাহে ৩ দিন এসে এক ঘন্টা করে পড়িয়ে যাবেন।

বাংলার স্যার এসে দু'দিন যেতে না যেতেই বললেন, অংকে বেশ কাঁচা। যদি বলেন তো আমার পরিচিত একজন স্যার আছেন। তবে তাঁকে রাজি করানো খুব কঠিন। চেষ্টা করলে হয়তো আমি তাঁকে আনতে পারি। তিনি রোজ আধ ঘন্টা করে অংক দেখিয়ে ও করিয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁকে ৭৫০ টাকার কম দেয়া যাবে না। তিনি এসে আবার আরেকজন স্যার রাখলেন অন্যান্য বিষয়াদির জন্যে। তাঁকে ৪৫০ টাকা করে দিতে হতো।

অথচ আমি কিন্তু তেমন খারাপ ছাত্রী ছিলাম না। কিন্তু আমার উন্নতির জন্যে বাবা আমাকে তো দূরের কথা, বাসার কারো কথাই শুনতেন না।

এই শি[illegible] সারা বছর একইভাবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যবসা করেন। তারপর [illegible]র বিনিময়ে ফেল-পাসের ব্যাপারটাও আছে। প্যাকটিক্যাল পরীক্ষার শেষদিন চকবাজার থেকে গুলিস্তান বাস স্ট্যাণ্ড যেয়ে শুনি, গাড়ি-বাস স্ট্রাইক। উপায়? গাজীপুর যেতে ৩৩ বার এবং ফিরতি পথে ২৬ বার মিনিবাস, পাবলিক গাড়ি, মালবাহী ট্রাক, রিকশা, জনকয় ভদ্রলোকের হোণ্ডা, সাইকেল, টালি এবং ইটবালি বহনকারী ট্রাক, আর্মি আর কৃষি অফিসেরও কিছু কিছু সরকারী অফিসের ষ্টাফ গাড়িতে করে যেতে-আসতে হয়েছে। গুলিস্তান থেকে সেদিন কোন কোচও গাজীপুর যেতে দেয়া হয়নি। তারপর রাস্তায় রাস্তায় গোলমাল। পথে একস্থানে কয়েকটি বখাটে তরুণ ৬০ টাকার ২টা ব্যাগু এবং ব্যাগু কাটার নতুন যন্ত্রপাতির ১৫০ টাকা দামের বাক্সটিও ছিনিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলে যায়, আর পরীক্ষা দিতে হবে না, যতটুকু দিয়েছো তাই যথেষ্ট। সেদিন যাতায়াত বাবদ খরচ হয় ৪৯৩ টাকা। অন্যান্য দিন খরচ হতো [illegible] থেকে ২৫০ টাকার মত।

পরীক্ষার শেষে প্রবেশপত্রের ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে (অবশ্য কর্তৃপক্ষের কথা এবং তাঁদের পরামর্শ মত) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অফিসে ছুটোছুটি আরম্ভ করি। বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গেও এ বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে মামুলী কেরানী পর্যন্ত কেউ বাদ যাননি। এসব ভুল-ভ্রান্তি এবং স্বার্থপর শিক্ষকদের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এমনও বহু প্রমাণ রয়েছে, ইংরেজী ১৭, কে করা হয়েছে ৭৭, ৩৩ কে করা হয়েছে ৮৮, ২৭ কে করা হয়েছে ৪৭ অথবা ৪৯। খাতা দেখতে চাইলে সবার মুখে কেবল দু'টি কথা ছাড়া অন্য কোনরা ছিল না: সময় শেষ, নয়তো দেখানো হয় না। সেদিন দেখলাম, টেলিভিশনের 'সমকাল' ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকেই দোষারোপ করলেন শিক্ষা বোর্ডের উচ্চপদস্থ দু'চারজন কর্মকর্তা। তাঁদের মধ্যে সাবেক চেয়ারম্যানও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একবার আমার কথা হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় সৎ শিক্ষকের প্রশ্নের সঠিক জবাবে যখন তাঁরা হিমশিম খাচ্ছিলেন, ঠিক অমনি মুহূর্তেই সে প্রসঙ্গের 'কাট' হয়ে গেল।

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা